উপসংহার

উপসংহার

সাহিত্যের আলোচনায় উপসংহার বলে কিছু হয় না। কারণ আজ আমরা যাকে উপসংহার বলছি, ভবিষ্যতে তা কখনো ভূমিকাত্ত হতে পারে। সাহিত্যকেন্দ্রিক আলোচনায় যদিত্ত শেষ পযষ্টন্ত একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় তবুত্ত তা কখনো উপসংহার নয়, সেটি একটি নতুন দি*ন্তের উন্মোচন ত্ত করতে পারে সময়ের বিবতিষ্টত ধারায়। সময় কখনো থেমে থাকে না বলেই সময়ের পরিবতিষ্টত ধারায় সেই সিদ্ধান্তত্ত একসময় নতুন চেতনার বিচিত্র ধারায় সৃষ্টি করতে পারে নবদি*ন্তের আশ্বাস। মহাশ্বেতা দেবীর *ল্প-উপন্যাসের আলোচনায় এই ইঙ্গিতটি স্পষ্টতই উঠে আসে। ট্মপন্যাসিকের ব্যক্তিত্ব *ড়ে উঠেছিল বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার সমন্বয়ে। বাস্তব জীবনে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, অজস্র ঘটনার ঘনঘটা, তাঁর জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দিশারী হয়েছিল। চযষ্টকার, মুকুন্দরাম চক্রবতষ্টী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, অভিজিধ্ম সেন- এদের মতই তিনিত্ত 'অন্য জীবন'-এর কথাকার। তাঁর লেখক সত্তায় উঠে এসেছে ইতিহাসের প্রতি এক দায়বদ্ধতার কথা। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই তাঁর রচনায় উঠে এসেছে সমাজের নিযষ্টতিত, নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত- প্রান্তিকায়িত মানুষদের কথা।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর বেশিরভা* রচনায় ভারতের আদিম জনজাতি অথষ্টধ্ম সাঁত্ততাল, শবর, কোল, মুণ্ডা, ত্তরাত্তঁ, হো-এই সকল প্রান্তিকায়িত ব*ষ্টর অন্ত*ষ্টত মানুষদের জীবনযাত্রা ত্ত তাদের অবস্থানকে তুলে ধরেছেন। এই সকল প্রান্তিকায়িত শ্রেণি ত্ত আদিবাসী জনজীবন এবং তাদের সংস্কার, বিশ্বাস, ধমষ্টাচারের কাহিনি নিয়ে *ল্প-উপন্যাস রচনা শুরু হয় বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে। কল্লোল, প্র*তি, কালিকলম প্রভৃতি পত্র পত্রিকাতেত্ত- এই সকল জনজাতির জীবন কাহিনি, তাদের অবস্থা ত্ত অবস্থান নিয়ে প্রকাশিত হয় *ল্প-উপন্যাস। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর নিম্নব*ষ্টীয় জনজীবনের প্রতি *ভীর আগ্রহ বশতই বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে সেই

সকল জন সাধারণের বিচিত্র জীবনধারা তাঁর রচনায় উঠে এসেছে। তিনি তাঁর বেশ কিছু রচনায় মধ্যযু*ীয় ইতিহাস ব্যবহার করে বাংলা উপন্যাসের নবরূপায়ণ ঘটিয়ে আধুনিক জীবনের সমস্যাকে অণ্বেষণ করার চেষ্টা করেন। কারন ইতিহাস কখনো থেমে থাকে না, তা কালপ্রবাহের মধ্য দিয়ে চিরকালীন প্রবাহমানতা লাভ করে। যার ফলস্বরূপ লেখক সত্তা নানাভাবে বিনিমিষ্টত হয়ে নতুন ভাবনার, নতুন দিশার উন্মোচন করে। আখ্যানধমষ্টী রচনার মধ্য দিয়ে লেখক কোন না কোন বাস্তব সমস্যাকে তুলে ধরতে চান।

অনেক সময় লেখকের রচনায় সমকালীন সময়ের সমাজ ত্ত সামাজিক অবস্থাত্ত স্থান পায়। অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসের পথ ধরেত্ত লেখক সমকালীন সামাজিক সমস্যাগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। ফলে অতীত ইতিহাসে হাঁটতে *িয়ে অনেক সময় লেখককে প্রাচীন মিথ-পুরাণ, কিংবদন্তী, মধ্যযু*ীয় সমাজব্যবস্থার নানা রীতি-নীতি, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির ত্তপর নিভ্টর করতে হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সেলিনা হোসেন, অভিজিধ্ম সেন প্রমুখের অনেক উপন্যাসে লক্ষ করা যায় যে, তারা প্রত্যেকেই সমকালীন সময়ের বাস্তবিক সমস্যাকে মধ্যযু*ীয় প্রেক্ষাপটের আধারে উপন্যাসের মধ্যে তুলে ধরে তাকে যু*োপযো*ী বয়ানে পাঠকের দরবারে তুলে ধরেছেন। সেই চিরাচরিত ধারারই একজন বিশিষ্ট লেখক সত্তায় আবিভ্ষ্টূত হয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। তিনি তাঁর রচনায় সমসাময়িক কালের সমস্যাগুলোকে মধ্যযু*ীয় সময় ত্ত পরিসরের প্রেক্ষাপটে *ড়ে তুলে আধুনিক সমাজজীবনের উপযো*ী করে তুলে ধরেছেন। তিনি অতীত ইতিহাস ত্ত বত্ষ্টমানের যো*সূত্রকে এক সূত্রে *েঁথে তাকে যু*োপযো*ী করে পাঠক দরবারে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর কাছে ইতিহাস বলতে রাজারাজড়ার যুদ্ধের কাহিনি, জয়-পরাজয় বা রাজ্য বিস্তারের কাহিনি নয়। সেই সকল বিষয় থেকে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে লোকজীবনের স্বরূপ। কারণ তিনি লোকজীবনের ইতিহাসে বিশ্বাসী। অথষ্টাধ্ম যে লোকজীবন অবিরত বহমান যু* যু* ধরে, সেই সকল শ্রেণির সুখ-দুঃখময় ঘটনা তাঁর কাছে ইতিহাস।

তিনি নিজেই এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

*"আমার *ল্পকাহিনী পড়বার সময়ে যদি মনে রাখেন এই দূরাকাঙ্ক্ষ লেখক শুধুই অণ্বেষণ করেছেন ইতিহাস, অলিখিত ইতিহাস, যা বইয়ে মেলে না। আমি সেই কবে এই স্থির প্রত্যয়ে উপনীত যে জনবৃত্তের ইতিহাসই প্রকৃত ইতিহাস। যে ইতিহাস, যে ইতিহাস লেখা হয়নি কখনত্ত। ... *ঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির ইতিহাস, অথষ্টাঋ ত্তই ভূমির ভূমিপুত্রদের ইতিহাসই তো সংগ্ঋহ করেছি ছড়া, লোক*ীতি, কিংবদন্তী, মঙ্গলকাব্য, মেয়েদের প্রবাদ কত না পড়ে পড়ে, শুনে শুনে জানার পর অনুসন্ধানে।"*[১]

এভাবেই ছড়া, লোক*ীতি, প্রবাদ-এসবের মধ্য দিয়েই তিনি *ণজীবনের বাস্তবিক সমস্যাগুলোকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। আধুনিক জীবনের সমস্যাকে যুগোপযো*ী করে অতীতের নিরিখে বর্তমানের শিকড়ের সন্ধানে লেখক ব্রতী হয়েছেন। তিনি আজীবনই ইতিহাস চযষ্টায় বিশ্বাসী। কারন তিনি বিশ্বাস করেন যে ইতিহাস চযষ্টাই সাহিত্য চর্চ্চার আবশ্যিক বিষয়। তিনি নিজেই এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

*"লেখায় আমি আপাত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করায়, বিচার করায়, সময়কে দলিলীকরণে বিশ্বাস করি। কেননা, একমাত্র সেভাবেই আমার মতে, উত্তরণ সম্ভব বৃহত্তর, আরো মুক্ত ত্ত স্বচ্ছন্দ কোন আকাশে। আমি বিশ্বাস করি, *ণত্ত সমাজজীবন আশ্রিত ইতিহাসচযষ্টায়। ইতিহাসচযষ্টা, আমার মতে, সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষে আবশ্যিক, মূলশিক্ষা।"*[২]

অথষ্টাঋ সময়ের দলিলীকরণে তাঁর উপন্যাস রচনায় ঘটনা, চরিত্র, সমাজ জীবনের নানা পুরাতন আর্তিষ্ট যেন এক ভিন্ন মাত্রায় নতুন করে উঠে আসে তাঁর ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে। অতীত ত্ত বর্তমানের যো*সূত্র, আর প্রতিভাবান মানুষের আকাঙ্খার সঙ্গে সামাজিক জীবনের সংঘাত, নতুন করে জীবন পথে উত্তীণষ্ট হয়ে বাঁচার জন্য সংগ্ঋাম, সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা ইত্যাদি বিষয় হিসেবে তাঁর রচনায় উঠে এসেছে।

আদিবাসী সমাজ জীবনের নানা সংস্কার, রীতি-নীতি, ধমষ্টাচারের নানা

ঘটনা লেখকের মনকে আকর্ষিত করে তুলেছিল। এই সমাজের শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ণ ইত্যাদি বিষয় লেখকের চেতনায় *ভীরভাবে সাড়া ফেলেছিল। তাই শুধু ভাববিলাসিতায় নয়, সমগ্র জীবনচর্চা দিয়েই তিনি ভারতবর্ষের নিম্নব*র্গীয়দের জীবন সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। পরিশ্রম আর অভিজ্ঞতার যু*লবন্দিতেই তাঁর লেখা হয়ে ত্তঠে। আসলে, শোষিত-বঞ্চিত, অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিপীড়িতদের প্রতি *ভীর মমতা বশতই বা তীব্র কর্তব্যবোধ থেকেই মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী তথা অন্ত্যজ সমাজজীবন এবং তাদের অবস্থান নিয়ে লিখেছেন। এই হতভা*্য, বঞ্চিত মানুষদের জীবনের বিভিন্ন দিকগুলোকে তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর রচনায়। আধিপত্যবাদী ক্ষমতার নিষ্পেষণে তারা কিভাবে যু* যু* ধরে নিষ্পেষিত হয়ে পড়েছে, সেই সকল বিষয়ই তাঁর সাহিত্যে উঠে এসেছে। এই সকল বিষয়গুলিকে ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী মধ্যযু*ীয় উপাদানের প্রয়োগে নবরূপায়ণে বর্তমান সমাজব্যবস্থার সামনে হাজির করেছেন।

সময়ের বিবর্তিত ধারায় একজন লেখক তাঁর সৃষ্টির সম্পদগুলোকে কালোত্তীর্ণ পর্যায়ে নিয়ে যায়। কারন সেগুলোর মধ্যে একটি সময় বা যু*ের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট তুলে ধরা থাকে। মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় ভারতবর্ষের নিম্নব*র্গীয় জনসমাজের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট মধ্যযু*ীয় অতীত ইতিহাসের দ্বারা পাঠকের দরবারে উপস্থাপিত হয়েছে নবরূপায়ণে। ১৯৫৫ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ঝাঁসির রাণী' প্রকাশিত হত্তয়ার পর থেকে তাঁর রচনায় নানা ভাবে উঠে এসেছে নিম্নব*র্গীয় সমাজজীবনের বিচিত্র ঘটনা ধারা। সেই সকল বিষয়গুলোকে দলিলীকরণ করে অতীত ত্ত বর্তমানের যো*সূত্র, মধ্যযু*ীয় উপাদানের প্রয়োগে নবরূপে তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্যটি প্রণিধানযো*্য—

"... লেখক-জীবনের সূচনাপর্ব থেকেই মহাশ্বেতা সাধারণভাবে ভারতীয় সমাজ এবং বিশেষভাবে নিম্নবর্গের ইতিহাস পুনঃপাঠ করে চলেছেন। সময় ত্ত পরিসরের ক্রোনোটোপ তাঁর আখ্যানবিশ্বে বিপুল ব্যাপ্তি ত্ত অজস্র উচ্চাবচতার

নিষ্কষষ্টসন্ধানকে ব্যক্ত করছে।'[৩]

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর রচনায় যেভাবে নিম্নব*ষ্টীয় মানুষদের জীবনকথাকে মধ্যযু*ীয় উপাদানের প্রয়োগে আধুনিক জনজীবনের অনুসারী করে তুলে ধরেছেন, সেদিক থেকে মহাশ্বেতা দেবীর *ভীর ইতিহাসবোধ ও জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধুনিক জনজীবনের সমস্যাকে তিনি অতীত ইতিহাস ও বর্তমানের যো*সূত্রে তুলে ধরেছেন। কিভাবে আধুনিক যু*ের সমস্যাগুলোকে তিনি মধ্যযু*ীয় সময় পরিসরের আধারে তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন, সেই সকল বিষয়গুলো আমরা বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আমরা মহাশ্বেতা দেবীর রচিত কিছু নির্বাচিত উপন্যাস নিয়ে এই সকল বিষয়গুলো আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আর এই বিষয়গুলো আলোচনা করার মধ্য দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে উপন্যাসের একই উদ্ধৃতি অন্যান্য অধ্যায়ে অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে শুধুমাত্র বক্তব্যের বিষয়গুলোকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য।

বাংলা কথাসাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী এক স্বতন্ত্র ধারার লেখক হিসেবে পরিচিত। তাঁর রচনার মূল উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের প্রান্তিক সমাজের মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইকে জীবনবাস্তবতার তথ্যসহযোগে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরা। এজন্য তাঁকে প্রান্তিকায়িত সমাজের মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে এক হতে হয়েছে, বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে, লড়াইয়ের মাঠে নেমে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হয়েছে। তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সাহিত্যের দাবিকে জীবনের দাবি করে তুলেছেন। তাঁর প্রতিটি রচনাকর্মের পাঠে আমরা দেখতে পাই তাঁর আদর্শের, উদ্দেশ্য এবং বিশ্বাসকে তুলে ধরতে কোনো ছদ্মরূপ ব্যবহার করেন না। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর প্রতিবাদকে বক্তব্য করে তোলেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির দিশায় দৃষ্টিপাত করেন। তাই অনেক সময় মধ্যযু*ীয় উপাদানের ব্যবহার করে তাঁর রচনায় প্রতিবাদকে বক্তব্য করে, আধুনিক জনজীবনের সমস্যাকে সার্থকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তাই সং*ত কারণেই বলা যায় যে

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় মধ্যযুগীয় উপাদানের প্রয়োগে মহাশ্বেতা দেবী সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

তথ্যসূত্র

১) মুখোপাধ্যায়, পম্পা, 'মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে ইতিহাস ও রাজনীতি' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-২০১৩, পৃষ্ঠা- ১০৮

২) সামন্ত, সুবল, (সম্পাদিত), 'বাংলা উপন্যাস ও বীক্ষা ও অন্বীক্ষা', 'মহাশ্বেতা দেবী ও উপন্যাস ভাবনা', এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৯০, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ১৯।

৩) ভট্টাচাযর্য, তপোধীর, 'উপন্যাসের ভিন্নপাঠ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-১৪১২, পৃষ্ঠা- ৯৫